বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন | বর্ষ ৪ : সংখ্যা ১৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

ভিতরের পৃষ্ঠায় ঃ

- ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান-এর ময়মনসিংহ জেলা সফর। পৃষ্ঠা-২
- সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন। পৃষ্ঠা-২
- সহযোগী এনজিও সমূহের আর্থিক ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিরীক্ষা। পৃষ্ঠা-২
- বাস বিলাস পৃষ্ঠা-৩
- ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বরিশাল, লালমনিরহাট, বগুড়া ও পাবনা জেলা সফর। পৃষ্ঠা-৬
- হাসিনা বেগমের দারিদ্র্য জয়। পৃষ্ঠা-৭

বার্ষিক পরিকল্পনা ও টিম বিল্ডিং কর্মশালা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও টিম বিল্ডিং কর্মশালা এবং চাকুরেদের টিম স্পিরিট বাড়ানো সহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত হোটেল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডে ১৩ ও ১৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে একটি পরিকল্পনা কাম টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

১৩ আগস্ট ২০১৩ তারিখে কর্মশালার প্রথম পর্ব শুরু হয়। চেয়ারম্যান মহোদয় কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাগত ভাষণ দেন এবং কর্মশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা জনাব সামস উদ্দিন মোঃ রফি-এর সঞ্চালনায় টারটাইল সেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ একটি ব্যতিক্রমী ধারায় নিজ নিজ পরিচিতি তুলে ধরেন। পরবর্তীতে পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ একে একে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ Risk and Risk Management-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এরপর সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও অর্জন এবং বর্তমান প্রকল্প প্রস্তবনা বা আবেদনপত্রের নমুনাটি সকলের সমনে তুলে ধরেন। আবেদনপত্রের নমুনাটি আরও পরিশীলিত করার লক্ষ্যে কর্মশালায় যোগদানকারীবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে সংযোজন ও বিয়োজন করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ১৪ আগস্ট 'ঝুঁকি নেয়ার ক্ষেত্রে কত বেশী পারদর্শী'- একটি গেম আয়োজনের মাধ্যমে কর্মশালা শুরু হয়। এরপর নির্বাহী অফিসার জনাব সুভদ্রা বিশ্বাস পরিবীক্ষণ গাইড লাইন, নীতিমালা ও পরিবীক্ষণের ধাপ উপস্থাপন করেন। পরিবীক্ষণ ছক ও নীতিমালা অনুযায়ী এনজিও পরিবীক্ষণ করার সময় পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন বা কিভাবে ছক ও নীতিমালা আরও আধুনিক ও উন্নত করা যায় তার উপর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় দুপুর ২:০০ মি. কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান-এর ময়মনসিংহ জেলা সফর

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল বায়েস (সাবেক উপাচার্য ও অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়) গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ময়মনসিংহ জেলার দুটি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সকালে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুর বেলা ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে ব্র্যাক-এর একটি রেষ্ট হাউসে পৌছান। সেখান থেকে তিনি সহযোগী সংস্থা আদর্শ সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সংস্থার অফিসে যান। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জানান যে, সংস্থাটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

চেয়ারম্যান মহোদয় অবহিত হন যে, সংস্থাটি ৩২০ জন পুরুষ ও মহিলাকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে। একজন এম বি বি এস ও প্যারমেডিক ডাক্তার দ্বারা এই সব গরীব রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থাটি বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেছে। সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম দেখে তিনি অভিভূত হন ।

২১ সেপ্টেম্বর সকালে দিশারী সমাজ কল্যাণ সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে পৌঁছান। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি বিষয়ে কাজ করছে। সংস্থাটি সচেতনতার মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। ৭০টি পরিবার বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন পেয়ে ও ২টি নলকূপ পেয়ে উপকৃত হয়েছে। তিনি ২১ সেপ্টেম্বর তারিখ বিকালে ঢাকার উদ্দেশে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন।

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করত ৩৫ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে। তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শন করত এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না সে সম্পর্কে তথ্য ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কেও মন্তব্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া পরিবীক্ষণকালে হাতে কলমে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এ যাবৎ ৯৯৩টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতি কিস্তির কাজ বাস্তবায়নের পর পরিবীক্ষণ করা হয়। ৯৯৩টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্পষ্ট হবে ঃ

সহযোগী এনজিও সমূহের আর্থিক ব্যয় ও সংশিষ্ট বিষয়াদি নিরীক্ষা

অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও সমূহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশিষ্ট ব্যয় ও হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ৮টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করেছে। এসব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট কর্মসূচি অঞ্চলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে অনুদানের অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব ও সংশিষ্ট রেকর্ডপত্র সংরক্ষণে যথাযথ আর্থিক নিয়মাবলী অনুসরণ করেছে কি না তা নিরূপণের পর ফাউন্ডেশনে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয়। ফলে সহযোগী এনজিওদের কার্যক্রমে ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। এ যাবৎ ২৫৪ টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়েছে।

বাস বিলাস

আবদুল বায়েস

এক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের (বিএনএফ) কর্মকর্তাদের নিয়ে 'রিট্রিটে' যাবার পরিকল্পনা চূড়ান্ত প্রায়। ফাউন্ডেশনের বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ এই সিদ্ধান্তে সম্মতিও দিয়ে রেখেছেন– সুতরাং, নো চিন্তা, ডু ফূর্তি এমন একটা ভাব সবার মধ্যে। রিট্রিটে যাবার সংবাদ নতুন কোনো ঘটনা নয়; চলমান কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার ছক আঁকার জন্য অনেক সংস্থার লোকজনই বছর শেষে রিট্রিটে যায় ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশেও যায়। বিএনএফ– এর এমডি আবু তাহের খানের এবং আমার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে এই প্রথমবারের মতো রিট্রিটে যাবার পরিকল্পনা নেয়া হলো তা-ও আবার সুদূর কক্সবাজারে। যে–ই কথা সে–ই কাজ। ফাউণ্ডেশনের শাহরীয়া,তরিকুল,মোস্তফা,সুভদ্রা,সেহেলি,সাঈদুল,লিয়াকত,শাজাহান সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে। অক্লান্ত পরিশ্রম ওদের– তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার রিট্রিটে যাওয়া চাই। আমি শুধু যোগ করলাম, মনিটরিং উপদেষ্টারাও যেন এই সুযোগটি পান কেন–না ওদের কথাও কাজে লাগতে পারে। তা ছাড়া, আমি ভাবলাম, বেশির ভাগ উপদেষ্টা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী বলে হয়তো সময়টা ভাল কাটবে– রথও দেখা হবে, কলাও বেচা হবে। পরিবহনের প্রশ্ন তুলতেই এমডির কথা: 'কোনো চিন্তা করবেন না স্যার। স্কেনিয়া সেরা বাস সার্ভিস ঠিক করে ফেলেছি। বসলেই ঘুম আসে। আর আমাদেরকে সবচেয়ে ভাল বাস দু'টো দেবে। সুবিধা আরও আছে স্যার– যাত্রী তুলবে মহাখালী আমাদের অফিসের সামনে থেকেই। হোটেল বুকিং? সেটাও কমপিট– মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল অপেক্ষাকৃত সস্তায় খুব ভাল হোটেল।'

দিন তারিখ ঠিক হলো কিন্তু হরতালের কারণে প্রথম হোঁচট অর্থাৎ যাওয়া হলো না। আমি ওসব বাদ দিতে বললাম কিন্তু খান সাহেব নাছোড়বান্দা– যে করেই হোক রিট্রিটে তিনি যাবেন; তাঁর কাছে যেন এটা এখন প্রেস্ট্রিজ ইস্যু। আরও একবার বাধাগ্রস্থ হবার পর মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলো অর্থ্যাৎ ঈদের দু'দিন পর ১২ আগষ্ট ২০১৩ বিলাসবহুল বাসে আমাদের কক্সবাজার ভ্রমণে যাবার কথা। যুক্তিটা মোক্ষম। ঈদের পরের দিন কেউ হরতাল ডাকে না আর ডাকলেও ১৩–১৪ আগষ্ট আমরা থাকবো হোটেলে কিংবা সমুদ্র সৈকতে। হরতালের দিনে রিট্রিট খুব ভাল জমে। এদিকে আবার ১৫ ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবসের বন্ধ এবং ততক্ষণে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে আসব বলে আশায় আশায় বুক বাঁধলাম।

দুই

১২ আগষ্ট ২০১৩ সকাল যথারীতি আটটার মধ্যে সবাই এসে হাজির হলাম বিএনএফ অফিসের পাশের রাস্তায়। আগে থেকেই কথা ছিল পরিবারের সদস্য সাথে যেতে পারবেন তবে তা হতে হবে নিজ খরচে আর তাই অনেকে স্ত্রী, সন্তান অথবা উভয়কে নিয়ে এসেছেন। একমাত্র মনিটরিং উপদেষ্টা ফজলুল করিম পাটওয়ারী এলেন বউ বাচ্চা ছাড়া শুধু দুটো হাত আর দুটো পা নিয়ে। দেখি আমাদের স্বাগতম জানাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দু'টো ঢাউস সাইজের বাস এবং এক সময় আলাহ্ আলাহ্ বলে বাসে উঠলো সবাই। আহা কী আনন্দ! যেন 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। একটু পরে প্রথম বাসটি স্টার্ট নিলো ঠিকই কিন্তু দ্বিতীয় বাসটি গো ধরে বসলো– স্টার্ট নিচ্ছে না। যাত্রা ভঙ্গ– কুফা লেগে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে বিএনএফ এর কর্মকর্তারা মোবাইল ফোনে চড়া গলায় হুংকার ছাড়তে শুরু করে দিল, 'এইডা কী পাইছেন মিয়া ফাইজলামি না ইয়ার্কি। জলদি ঠিক করেন নইলে খবর আছে।' মালিকপক্ষ ততক্ষণে ত্রটস্থ; অবশেষে খিলগাঁও থেকে সিএনজিতে একজন মেকানিক পাঠানো হলো, কিন্তু বিধি বাম! এই ব্যাটা ভুল করে মহাখালী না এসে তেজগাঁয়ের রাস্তা ধরে চলে গেছে গুলশান রাইফেলস ক্লাবের দিকে। মোবাইল ফোনে মালিক পক্ষকে আবারও হুংকার–' এই হচ্ছেটা কী শুনি, দেখে নেব এক হাত।' এদিকে এমডি সাহেব কিছুটা নার্ভাস এবং ঘর্মাক্ত, কিছুক্ষণ পর পর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছেন – নেতিবাচক কিছু হলে বেইজ্জতের ব্যাপার তা–ও বুড়ো বয়সে। অবশেষে এক সময় গাড়ি ঠিক হয় এবং আমরাও বাসে উঠে পড়ি। আমার ও আমার স্ত্রী সাকীর বসার জায়গা নির্ধারিত ছিল ড্রাইভারের ঠিক পেছনের সিট দুটোতে। জানা গেল, প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান বলে সম্মানের খাতিরে প্রথম সিট আমাদের যদিও আমি জানতাম যে বাসের মুখোমুখি কোনো দুর্ঘটনায় প্রথম মারা যায় ড্রাইভার এবং তারপরই প্রথম সীটের যাত্রী। মনে মনে বললাম, জীবন বাঁচলে তবে সম্মান আর দুরু দুরু বুকে বিসমিলাহ্ বলে বসে পড়লাম। আমাদের বা পাশের সিটে বসলেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য নুরজাহান আপা আর ঠিক পেছনের দ্বিতীয় সিটে এমডি ও তাঁর স্ত্রী। শেষমেষ যাত্রা শুরু প্রায় দেড় ঘন্টা দেরী করে।

তিন

এ ধরনের বিলাসবহুল বাসে আগেও চড়েছি। দেখেছি, বাস ষ্টার্ট দেয়ার সাথে সাথে সাদা শার্ট ও নীল প্যান্ট আর টাই পরিহিত একজন যুবক মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলছে : 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রহীম। আসসালামোআলাইকুম। ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের বিলাসবহুল বাসে সবাইকে স্বাগতম। আমাদের পরিবহন বেছে নেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ ৭-৮ ঘন্টার মধ্যেই আমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পারবো বলে আশা রাখি। মাঝখানে চৌদ্দগ্রামের কাছে কোনো এক হোটেলে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি নেব। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক' ইত্যাদি বলার পর যাত্রীদের হাতে এক বোতল পানি ও নাস্তার প্যাকেট তুলে দেয়া হতো। কিছুক্ষণ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শোনা এবং তারপর ড্রাইভারের পেছনে উপরে থাকা টিভিতে হুমায়ুন আহম্মেদের নাটক দেখা।

কিন্তু আমাদের বর্তমান 'বিলাসবহুল' স্ক্যানিয়া বাসে এর কিছুই দেখতে পেলাম না। একজন যুবক আছে ঠিকই তবে তার পরনে ময়লা শার্ট ও প্যান্ট। টাই গলা থেকে বুকে এসে পড়েছে। পানি তো দূরে থাক সালামও নেই, আদাবও নেই । কবুতরের খোয়াড়ের মতো হা করে আছে টেলিভিশনের জায়গাটা–জায়গা আছে কিন্তু টিভি নেই। তা হলে কি হুমায়ুন আহম্মেদ নেই বলে এই অবস্থা? তারপরও আমাদের বিলাসবহুল স্ক্যানিয়া বাস চলছে এবং আমরা খুবই উৎফুল= পথিমধ্যে কাঁচপুরের ব্রিজ পেরিয়ে কোনো একটা ষ্টেশন থেকে গ্যাস নিতে হবে এই যা। দেখতে দেখতে এক সময় জ্বালানীর জায়গায় বাস থামে আর পাম্প ষ্টেশনে নেমে কেউ যায় রেষ্ট রুমে, কেউ সিগারেট ফুঁকতে। আবার অনেকে চিপস আর কফি খেতে দোকানে ভিড় জমালো। গ্যাস ভরা শেষে আমাদের বাসটি ষ্টার্ট নিতেই দেখি এক লোক দুহাত তুলে বাসের সামনে দাড়িয়ে গতি রোধ করে দিল : 'থামেন, আমার চিপস আর কফির পয়সা না দিয়া বাস যাইব না।' এ দৃশ্য দেখে আমাদের সহকর্মীরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লো কারণ তারা সবাই নাকি দোকানদারের পাওনা পাই পাই হিসাব করে দিয়েছে। দোকানদার কফির যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা যায় একজন ৩০ মিনিটে তিন কাপ কফি খেয়েছে তিন কাপ যা গিনিজ বুক অফ ওর্য়াল্ড রেকর্ডে স্থান পাবার কথা। সুতরাং বেধে গেল হৈচৈ তবে সৌভাগ্য যে আমাদের সাথে গামা সাইজের দু'চারজন ছিলেন যারা চোখ বড় করে দোকানদারের কাছে যেতেই দোকানদারের মুখ চুপসে গেল–মুখ থেকে আর হিসাব বেরুলনা। এবং এভাবেই আপাতত মুক্তি মিলল আমাদের– চলছে বাস, মিটছে আশ।

চার

মনিটরিং উপদেষ্টা মোজাম্মেল হক আর নুরুল ইসলামের মাথায় বুদ্ধি যেমন বেশি আছে তেমন আছে কয়েক শতাংশ দুষ্টবুদ্ধিও। ওরা একটা অজানা নাম্বার থেকে আতিকের স্ত্রী মাসুমাকে এসএমএস পাঠালো:" স্ক্যানিয়া লাইন বেছে নেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের ভাগ্য পরীক্ষায় লটারীতে আপনি ১০০০ টাকা পেয়েছেন। দয়া করে নিকটবর্তী কোনো ডিপো থেকে পুরষ্কার নিয়ে নেবেন।" সাকিই প্রথম খবরটা দিল যে মাসুমা লটারিতে ১০০০ টাকা পেয়ে খুশীতে গদগদ। পেছনে তাকাতেই দেখি মাসুমা আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে– হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। আতিকতো সিটে হেলান দিয়ে এবং চশমাটা মাথায় তুলে এমন এক হাসি দিল যেন মাসুমার মতো 'ভাগ্যবতী' স্ত্রী পেয়ে তাঁর জীবন খুব ধন্য। মজার ব্যাপারও আরও, নুরু ও মোজাম্মেল মাসুমাকে পুরষ্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানাতেও ভুল করল না। আমার মনে হলো, পাশে বসা সাকির মনটা খারাপ কারণ সে 'ভিআইপি' সিটে বসেও পুরষ্কার পেলনা। বাস কোম্পানী 'গুরুত্বপূর্ণ' ব্যক্তিদের চেনে না বলে যেন তার দুঃখ। যাই হোক, ইতোমধ্যে গাড়ীতে বেশ ক'জন মোবাইলের মেসেজ চেক করা শুরু করলো– দুর্মূল্যের বাজারে ১০০০ টাকা কম কিসে! যদি লাইগা যায়। কিন্তু কথায় বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি। প্রথম দফার সফলতার উজ্জবিত হয়ে মোজাম্মেল ও নুরু পাটওয়ারীকেও এমনি একটা সুখবর এসএমএস করে দিল। পাটওয়ারী বুদ্ধির দিক থেকে ওদের চেয়ে কম যায় না ; তা ছাড়া, সে নিজে আইটি এক্সপার্ট বলে মাসুমার মতো অতটা সহজভাবে পুরষ্কারের সংবাদটি নিতে পারলো না। ভাবল , বাস কোম্পানী কী করে আমাদের মোবাইল নাম্বার জানলো; কোনো ঠিকানাওতো দেয়া হয় না। সুতরাং এটা ফলস্ কল বা বগি। এমনি করে আমাদের বিলাসবহুল বাস চলছে আর আমার বুকের ধড়ফড় বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শামসুল আলম সেলিম ও তার স্ত্রী হালিমা দেখছি নিদ্রায়। এই জুটি পারেও বটে। ঈদের আগ মুহূর্তে ভারতে ভ্রমণ শেষে ক্যাম্পাসে ফিরে এসেই ঈদ করতে যায় রংপুর। ঈদ শেষে ১১ তারিখ সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসের বাসায় নামে এবং কিছুক্ষণ পর যায় ঢাকার এক বন্ধুর বাড়ীতে দাওয়াত খেতে। ওখান থেকে গভীর রাতে এসে গোছগাছ করে খুব ভোরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় বাস বিলাসে শরীক হতে। একদম ট্যুরিষ্ট কাপ্ল। আমাদের বাস বিলাস চলছে কিন্তু চট্রগ্রামে কিছুক্ষণ বিরতি আর তীব্র যানজট ঠেলে শম্বুক গতিতে লোহাগড়া পৌঁছাতেই রাত ৯ টা বেজে গেল যখন কেউ গভীর ঘুমে, কেউ আধা ঘুমে আবার কেউ দিব্বি দেখছে আশে পাশের দৃশ্য; বাসে পিন পতন নিরবতা। আরও কিছু ঘটনা–দুর্ঘটনা পেড়িয়ে সকাল আটটায় রওয়ানা দেয়া বাস কক্সবাজার পৌঁছে রাত সাড়ে দশটায়। সমুদ্রের গর্জন কানে ভেসে আসে আর আমরা চলে যাই যার যার রুমে।

পাঁচ

আমাদের অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সবার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে রিট্রিট জমে উঠলো। সিরিয়াস অনেক কিছুর মধ্যে হাসি তামাশা আর গান এবং বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছু আলাপ আলোচনা। শাহরীয়া, তরিকুল, মোস্তফা, সুভদ্রা, সেহেলী, হামিদ ও অন্যান্যদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে হয় এবং আমি পরীক্ষক হলে ওদেরকে দিতাম একশতে আশি। সম্মানিত বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে চারজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন আর মজিদ সাহেব তো অর্থনীতির উপর একটা প্রেজেন্টশন দিয়ে ফেললেন তবে তার বলা চুটকিটা বেশ মজার। এক লোক ইন্টারভিউ শেষ করে বের হয়ে আসতেই অপেক্ষমান একজন প্রার্থী জিজ্ঞেস করলো: 'আচ্ছা ভাই আপনাকে কী কী প্রশ্ন করেছে ?' 'প্রশ্ন ঠিক মনে নেই তবে উত্তরগুলো মনে আছে। প্রথমটির উত্তর ৪৭ সালে হতে পারতো কিন্তু ৭১– এ হয়েছে। দ্বিতীয়টির উত্তর কতজনই তো আছে ক'জনের নাম কমু ?' এই কথা বলে লোকটি চলে গেল। দ্বিতীয় লোকটি ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে হাজির হলে প্রশ্ন:

: জন্ম কত সালে ?

: ৪৭ সালে হতে পারত হয়েছে ৭১- এ।

: আপনার বাবার নাম কি ?

: কতজনই আছে ক'জনের নাম কমু

ছয়

প্রতিদিন রিট্রিট শেষে সবাই সমুদ্রে নামে। হালিমা, মাসুমা ও সীমা সীমাহীন আনন্দে কোমর পানিতে নেমে সমুদ্রের ঢেউ ও সূর্যাস্ত উপভোগ করছে। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ওদের ওপর আর ওরা পড়ছে একজনের উপর অন্যজন– " ডুবি অমৃতপাথারে যাই ভুলে চরাচর"। আবার কখনো হাত ধরে সাকীকে টানছে তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য। কিন্তু ফটোগ্রাফার কই? সব মানুষই নিজের ছবি পছন্দ করে, মহিলারা না হয় একটু বেশি। তাই বোধ হয় নুরুল ইসলামের ছেলে আরিয়ান মহিলাদের খুব প্রিয় হয়ে উঠলো কারণ তার হাতে একটা সুন্দর ক্যামেরা আছে। এক আন্টি আরিয়ানের মাথা বুলায় তো অন্যজন থুতনি নাড়ে : "আরিয়ান খুব ভাল ছেলে তাই না ? বেটা তোর মা আসেনিতো কি হয়েছে ; আমরাই তোমার মায়ের মতো। তোল তোল আমাদের ছবি তোল।" আরিয়ান দ্বিগুণ উৎসাহে আন্টিদের ফটো তুলছে হরকিসিম পোজে যেমন: হাঁটু পানিতে ক্লিক, কোমর পানিতে ক্লিক, বুক পানিতে ক্লিক। মাথায় সানগাস ক্লিক, চোখে সানগাস ক্লিক, হাতে সানগাস ক্লিক কিংবা দাঁড়িয়ে ক্লিক, হাঁটু গেড়ে বসে ক্লিক, গড়াগড়ি ক্লিক ; অথবা মুচকি হাসি ক্লিক, মিষ্টি হাসি ক্লিক, অট্টহাসি ক্লিক ইত্যাদি। সমুদ্রের জলরাশিতে আরশিয়া আরাফ এবং মুজিবও কম গেল না। আমি তো তীরে বসে ছাতার নিচে মালামাল পাহারা দিচ্ছি। দেখছি বিএনএফ– এর সবাই সস্ত্রীক সৈকতের আনন্দ উপভোগ করছে।

ভাবছি সমুদ্র কত বিশাল, মানুষের মন কেন এমন হয় না। ভাবছি, খুব সম্ভবত ৭৫ কিংবা ৭৬ সালে ছাত্রছাত্রী নিয়ে এসেছিলাম এখানে এবং সৈকতে এক ছাত্র জানতে চাইল, " স্যার বঙ্গোপসাগরের ওপার কী?" আমি বললাম "গজারিয়া" ছেলেটি বললো, "বাহ, পৃথিবী সত্যি গোল তাই না স্যার ? মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া এত কাছে"। আমি ওর দিকে রাগে কটমট করে তাকাতেই সে সড়ে পড়লো– 'সরি স্যার'। একবার ডাক পড়লো আমারও; বস্তুত আমার সহকর্মীরা অনেকটা জোর করে কোমর পানিতে নিয়ে গেল যখন খেয়াল করিনি যে পকেটের দামী মোবাইলে লবণ পানি গিয়ে ঘটছে সর্বনাশ। তড়িঘড়ি করে পাটওয়ারী মোবাইল নিয়ে গেল সাড়াতে কিন্তু ডাক্তার দেখবার আগেই রোগী মৃত – আমার মোবাইল আর কথা কয় না।

সাত

১৫ তারিখ সকাল ঠিক ৮ টায় আমাদের ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার কথা। সবাই বাসে উঠে বসে আছে কিন্তু আমাদের পাটওয়ারী মিসিং। অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে জানা গেল সে সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে হাই তুলছে। কিন্তু, আটটা মানে আটটা সুতরাং তাঁকে বলা হলো, সাফারি পার্কে এসে দলে যোগ দেয়ার জন্য। সাফারী পার্ক দর্শন শেষে আমাদের যাত্রা আবার শুরুর হতেই মুজিবের চিৎকার আর মোজাম্মেলের ভরাট কণ্ঠে আপত্তির সুর ভেসে এল: 'এইডা কী বাস ? বাইরে বৃষ্টি নাই অথচ ভেতরে পানি পড়ে। ড্রাইভার সাহেব বাস থামান। এইডাতে যামুনা।' অবশেষে ঠিক হলো, এবং চট্রগ্রাম গেলে কোম্পানী অন্য একটা বাস দেবে। চট্রগ্রামে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে নতুন বাসে যাত্রা শুরু এবং সাথে সাথেই গুঞ্জন শুরু: ধেৎ, আগের বাসই তো ভাল ছিল। এইডা কেবল ঝাঁকুনি দেয়। সত্যি কথা বলতে কী, সেই ঝাকুনিতে এমডি ভাবী রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমাদের বাসটি থামিয়ে তাঁদেরকে পেছনের বাসে উঠাতে হয়। আমাদের বিলাসবহুল বাস চলছে। এরি মধ্যে ক্লান্ত সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে শুধু আমি জেগে আছি। বাসে বা পেনে আমার কখনও ঘুম হয় না এবং এর কারণটা খুব অদ্ভুত। আমি ভাবি, চোখ বুজলে যদি দুর্ঘটনা ঘটে তখনতো মারা যাব; তার চেয়ে বরং চোখ খুলে রাখি। যাই হোক, হঠাৎ শুনি বাস সরগরম কারণ আমাদের বাসে এক মনিটরিং উপদেষ্টার শিশুকন্যা সিজলি যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনি : 'এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না, যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে মৌনভাবে এক মুহূর্ত নষ্ট করে না।' তার অনর্গল কথার চোটে ঘুমন্ত মানুষগুলো জেগে উঠলো। ওর সাথে ধাঁধাঁর প্রতিযোগিতায় নামে আরাফ আর আরিয়ান। সব মিলিয়ে হাসি আর তামাশা এবং এমনিভাবে রাত দশটায় 'বিকেলের' নাস্তা খাবার জন্য আমরা কুমিলার অদূরে নুরজাহান হোটেলে নেমে পড়লাম। খাওয়া দাওয়া শেষ এবার নুরজাহান হোটেল ছেড়ে নুরজাহান আপাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লাম কারণ এত রাতে ঢাকাতে তাঁর যাবার জায়গা নেই।

আট

ক্যাম্পাসে ফিরে আসি রাত আড়াইটায় এবং ঘুমুতে ঘুমুতে প্রায় চারটা বেজে যায়। সেই সকাল ৮টা থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত টানা ১৮ ঘন্টা বিলাসবহুল বাসে ভ্রমণ শেষ। বাসায় এসে সাকী তার বড় মেয়েকে বলছে, "মাগো মা, জীবনডা শেষ, আর না " এবং পরের দিন সকালে মাসুমা ও হালিমার বিলাপ ফোনে ভেসে আসে, "ভাব্বী কেন যে আইলাম। কত মজা করছি, চলেন না আরেকবার যাই।"

"দূরে কোথায় দূরে দূরে,

আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে....."

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বরিশাল, লালমনিরহাট, বগুড়ার ও পাবনা জেলা সফর।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী এনজিওসমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশে ২৬ আগস্ট ২০১৩ তারিখ বরিশাল পৌঁছেন। পরদিন তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ১২ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ বিএনএফ-এর সকল কার্যক্রম এবং পার্টনারদের সকল কার্যক্রম অনলাইন সুবিধার আওতায় আনার অনুরোধ জানান। পরে তিনি ৮ টি সহযোগী সংস্থার কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় করেন। ২৮ আগস্ট ২০১৩ তারিখ সকালে তিনি ঢাকার উদ্দেশে বরিশাল ত্যাগ করেন।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক লালমনিরহাটে কর্মরত সহযোগী এনজিওসমূহের কর্মসূচি পরিদর্শনের উদ্দেশে লালমনিরহাট যান । বিকেলে তিনি একতা পঞ্চগ্রাম ফেডারেশন ও সততা রাজপুর ফেডারেশন এর অফিস পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় লালমনিরহাট জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ২০ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ সার্কিট হাউসে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সহযোগী সংস্থা প্রগতি তুষভান্ডার ফেডারেশন, সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট বাই ভলান্টিয়ার্স এভরিহোয়ার বা সেভ, নারী কল্যাণ সমিতি ও জনতা মহেন্দ্রনগর ফেডারেশন এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি তিন বিঘা করিডোর হয়ে বাংলাদেশের ছিটমহল দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা অবলোকন করেন। বিকালে বগুড়ার উদ্দেশে ছিটমহল ত্যাগ করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩

তারিখ সকালে আস্থা-মানবিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও মথুরাপাড়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা এবং বিকেলে ধ্রুব সোসাইটি নামক সহযোগী সংস্থার অফিস পরিদর্শন করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সকালে ঢাকার উদ্দেশে বগুড়া ত্যাগ করেন।

 ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাবনা পৌঁছান। বিকেলে অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল একটিভিটিজ (ওসাকা) নামক সংস্থার অফিসে যান। অফিসে কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের পর ঈশ্বরদী উপজেলার আওতাপাড়া ইউনিয়নের চরগরগরি গ্রামে সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সকালে সাঁথিয়া গমন করেন এবং সৃজনী সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে পৌঁছান এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর তিনি দিগন্ত সমাজ কল্যাণ সমিতি-এর অফিসে যান। দুপুর ০২-০০ টায় তিনি ঢাকার উদ্দেশে পাবনা ত্যাগ করেন ।

হাসিনা বেগমের দারিদ্র্য জয়

হাসিনা বেগম পিরোজপুর সদর উপজেলার ৪ নং ওয়ার্ডের পালপাড়ায় বেকার স্বামী আর বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে বসবাস করেন। হাছিনা বেগম জানান, শ্বশুর বাড়িতে এসে প্রথম কয়েক মাস ভালই ছিলাম। কিন্তু তার পরই সংসারে নেমে আসে দারিদ্র্যের অভিশাপ। সংসারে যে দিকে তাকাই সে দিক থেকেই অন্ধকার, যেন কোথাও কোন আলো নেই। এর মধ্যে আবার ঘরে আসে নতুন অতিথি। কিন্তু অপুষ্টি আর দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে সে বেশি দিন বাঁচতে পারেনি। অভাবের সংসার আর পাওনাদারের চাপে জীবন যেন নিঃস্ব হয়ে যেতে থাকে। তিনি আরও বলেন, এ অভাবের মাঝেও পরপর দুবছরে ঘরে আসে নতুন দুই অতিথি। স্বামী দিন মজুরের আর আমি অন্যের বাসার ঝি এর কাজ করি। এতে কোন রকম ধুকে ধুকে সংসার চলতে থাকে।

আত্ম সাহায্য কর্মসূচি নামক এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মিসেস হাসনেয়ারা হক এসে জানালেন, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত ছগল পালন কর্মসূচির আওতায় আমাকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও একটি ছাগল প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, এ ছাগল পালনের মাধ্যমে জীবনকে বদলাতে হবে। তাঁর নিজস্ব টাকা থেকে আমাকে আরও একটি ছাগল কিনে দেন। এরপর শুরু হয় হাসিনা বেগমের পথ চলা।

সে দিনের সেই কথা মত তিনি একজন সফল খামারী। মাত্র ২ (দুই) বছরে তার খামারে এখন ছাগলের সংখ্যা ১২টি। তিনি প্রথম বছরে ২টি ছাগল ১৬০০০ (ষোল হাজার) টাকায় বিক্রি করেন । এ থেকে ১০০০০ টাকা দিয়ে তাঁর স্বামী বাদশা শেখকে পিরোজপুর কাঁচাবাজারে একটি দোকান করে দেন। আর বাকি টাকার মধ্য থেকে ৩০০০ তিন হাজার টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগি কিনে লালন-পালন শুরু করেন।

ছাগলের বাচ্চা কোলে হাসিনা বেগম, তিনি পিরোজপুরের পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

এ বছর তাঁর মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ+ (জিপিএ-৫) পেয়েছে আর বড় ছেলে পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়ছে। স্বামীর ব্যবসার টাকা আর তার ডিম ও ছাগলের দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে তাঁরা নতুন করে টিনের ঘর তৈরি করেছেন।

তিনি বলেন আমি দোয়া করি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর পিরোজপুরের আত্ম সাহায্য কর্মসূচি (এসএইচপি) যেন এভাবেই মানব কল্যাণে এগিয়ে আসতে পারে। তাহলে উপকৃত হবে আমার মত অনেক হাসিনা বেগম। এভাবে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে এবং বাংলাদেশের নারীরা হবে স্ব-নির্ভর ।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে এল.টু.এন সফ্‌টওয়্যার লি: এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের এম.আই.এস (এনজিও সমূহের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফ্‌টওয়্যার), এ্যাকাউন্টস সফ্‌টওয়্যার ও ওয়েবসাইটের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবর্তন-পরিমার্জনের লক্ষ্যে এল.টু.এন সফ্‌টওয়্যার লি: এর সাথে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান এবং এলটুএন সফ্‌টওয়্যার লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান কারিগরী নির্বাহী জনাব এ,কে,এম, রাশেদুল ইসলাম স্বাক্ষর করেন। উলেখ্য যে, এলটুএন সফ্‌টওয়্যার তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে বিগত ৬ বছর ধরে সেবা প্রদান করে আসছে।

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এলটুএন সফ্‌টওয়্যার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, এনজিও সহ কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি, প্রয়োগ এবং উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে আসছে।

সম্পাদকীয়

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন - বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা সহায়তা কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ০২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রিজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।

এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর মতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কেবল সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত এনজিও বা সিবিওদের অনুদান বা গ্র্যান্টস প্রদান করে থাকে। এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে গত এপ্রিল-জুন-২০১৩ সময়কালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার ১৪তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

সম্পাদনায়ও প্রকাশনায়ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন।

বিএনএফ নিউজ লেটার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।

ফোনঃ ৮৮-০২-৯৮৮৮১১৬, ৯৮৮০২৩০, ৯৮৮৩১৩৯

ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৮৮৩৭১৪৯

ই-মেইল: bnf@ngofoundation.org.bd

ওয়েব : www.ngofoundation.org.bd

বুক পোস্ট